আমার প্রথম কর্মস্থলের প্রথম ভয়াবহ দিনগুলি

১৯৮৮ সনে ৩ জুলাই বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার চরামদ্দি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার পদে যোগদান করে প্রস্তুতি মুলক ছুটি নিয়ে টাংগাইল এসেছিলাম। দুই একদিন থেকে বেডিংপত্র, একটি হারিকেন, একটি ছোট রেডিও ও এক সেট পাতিল নিয়ে কর্মস্থলে থাকার উদ্দেশ্যে দুপুরের দিকে টাংগাইল থেকে রওনা দিলাম। পরেরদিন সকাল ১০ টায় চরামদ্দি পৌছলাম। কাটাদিয়া বাজার থেকে একটা রেইনট্রি গাছের চৌকি কিনলাম ১০০ টাকা দিয়ে। হাসপাতালের পিছনেই মেডিকেল অফিসার থাকার বাড়ী। ডোয়াপাকা তিনটি টিনের ঘর। একটি থাকার ঘর, একটি রান্নাঘর ও একটি বৈঠকখানা কাম চেম্বার। বাজারের ভাতের দোকানে কন্ট্রাক্ট করলাম তিনবেলা খাবার দিয়ে যেতে। একটু দুরেই পুরাতন জমিদার বাড়ী। তারা কেউ থাকে না। রায়তরা থাকে।

বাড়ির সাথেই বিরাট পুকুর। শুক্না কলার পাতা বাশের উপর ভাজ করে পুকুর ঘাটে বেড়া দিলাম। হেলথ ভিজিটরের লেট্রিনের চাবি নিয়ে নিলাম। শোবার, খাবার, লেট্রিনের এবং গোসলের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এক মাস্তান যুবক ৫/৬ জন সাংগ নিয়ে হাজির।
- আমার নাম অমুক। আপনার কোন অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন। কোন হালার পো আপনাকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না। ডাক্তার সাব, আমাকে কিন্তু আগের ডাক্তার সাব তিন মাস অন্তর একটি করে রগে দেয়ার সেলাইন দিতেন হাসপাতাল স্টোর থেকে। আমি ওটা মদের সাথে মিশিয়ে খাই। তাতে তিন মাস চাংগা থাকি। দিবেন কিন্তু।

মেডিকেল এসিস্টেন্ট চোখ ইশারা দিয়ে রাজি হতে বললেন। আমি রাজি হলাম। চলে গেল।
কিছুক্ষণ পর একজন এলেন। পরিচয় দিলেন তিনি পাশের বাড়ীর মকবুল দফাদার।
- আমি মকবুল দফাদার। সব সময় আমাকে কাছে পাবেন। আপনার আগের অফিসারের সাথে আমি প্রায় সব সময় থাকতাম।

আমি বেশী কিছু বললাম না।

রাত হল। বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব। চার দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি একা একটা পুরাতন ঘরে। এই বাড়ি বৃটিশ আমলের। হাসপাতাল বৃটিশ আমলের। মনে হল এখানে ভুত পেত্নি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু না। হারিকেন নিভিয়ে শুইয়ে পরেছি। ঘুম আসছে না। চারদিক নিরব। ভুত এসে মাথার উপর সিলিং দিয়ে হাটা শুরু করল। আমার বুক কাপা শুরু করল। পা ঠান্ডা হয়ে গেল। সাইন্স জ্ঞান কোন কাজে আসল না। কাপড় দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললাম। হাটা থামছে না। এক সময় সাহস করে উঠে বসলাম। মনে হলো যেন আমার মাথার উপর তিনি পা রাখবেন। থরথরি কাপছি। হারিকেন ধরালাম। উপর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালাম। দেখলাম তিনি জ্বল জ্বল করে আমার দিকে বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। সারা শরীর কাল, শুধু চোখ দেখা যায়। চিনতে চেষ্টা করলাম। তিনি বললেন "মিয়াও "। স্বস্থি পেলাম। একজন সংগি পেলাম।

পরেরদিন সকাল নয়টায় প্রথম অফিস করতে গেলাম। মেডিকেল এসিস্টেন্ট থেকে ঔষধের চার্জ হ্যান্ড অভার লিস্ট নিলাম। এই হ্যান্ডোভার লিস্টা আমার পুর্বের অফিসার দিয়ে গেছেন মেডিকেল এসিস্টেন্টের নিকট। মার্মাসিস্টের নিকট থেকে চাবি নিয়ে স্টোর খুললাম। ঔষধ গুনে লিস্টের সাথে মিলালাম। চেয়ারে গিয়ে বসলাম। বৃটিশ আমলের শক্ত কাঠের হাতল ভাংগা চেয়ার। ভারি মোটা কাঠের টেবিল। মেডিকেল এসিস্টেন্ট পরামর্শ দিলেন
- আপনি তো আমাদের অফিসার। পুরুষ রুগী গুলি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ওগুলি আপনি দেখুন। পাশের রুমে বসব। আমি মহিলা রুগী দেখব।
- পুরুষ মহিলা সবার জন্য আমাকে পোস্টিং দেয়া হয়েছে। সবাইকে দেখতে হবে।
- আপনি একা এত ঝামেলায় জড়াবেন না।
মনে পরল ইউএইচএফপিও সাহেব বলে দিয়েছেন "মেডিকেল এসিস্টেন্ট এলাকার অভিজ্ঞ লোক, তার পরামর্শ নিয়ে কাজ করলে সমস্যা হবে না "। আমি রাজি হলাম। অনেক রুগী আসে। আমি পুরুষ রোগী দেখি, তিনি দেখেন মহিলা রুগী। তিনি পিয়নকে দায়িত্ব দিলেন স্লিপ দেখে ঔষধ বিতরণ করতে। আমি অফিস শেসে পিয়নকে বললাম "স্লিপগুলি নিয়ে আস। "সে নিয়ে আসল। আমি রেখে দিতে বললাম। সে ওগুলি পুকুরে ফেলে দিল।

বিকেলে হাটতে গিয়ে একটি ঔষধের দোকানে গিয়ে বসলাম। ওখানে এলাকার অনেকের সাথে পরিচয় হল। পরেরদিন এক মুদির দোকানের সামনে বসা সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার, গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার ও হাই স্কুলের

হেড মাস্টারের সাথে আড্ডা হল। এই ভাবে প্রতিদিন বিকেলে তাদের সাথে গল্প করে কাটালাম। বাসায় সকাল বিকাল প্রাইভেট প্রেক্টিস করলাম। বেশ রুগী হয়। ঘন ঘন মারামারির রুগী আসে। সাথে মাস্তানরা আসে ইনজুরি সার্টিফিকেট তদবির করতে। আমি সার্টিফিকেটের ধারাগুলি বুঝি না। দফাদার আমাকে বুঝিয়ে দেন।

একদিন মুদির দোকানের সামনে চেয়ারফেলে বসে আমরা গল্প করছি। গল্প বলার মধ্যমণি আমি। আমি মজার মজার গল্প বলি সবাই মনযোগ গিয়ে শুনেন। মুদির দোকানদার হা করে শুনতেছিল। হটাত সে বলে বসল "স্যার, আপনার কাছে ভাল মানুষ যায় না। " আমি শুনেও না শুনার ভান করে গল্প বলা চালিয়ে গেলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে লজ্জা পেলাম। ভাবলাম মারামারির কেসের দালাল ও মাস্তানরা যেহেতু আমার চেম্বারে ঘুরাফেরা করে লোকটি হয়ত তাদের মিন করে বলছে ভাল মানুষ আমার কাছে যায় না। কিছুক্ষণ পর লোকটি আবারো ঐ কথা বলে বসলো। তখন আর ধৈর্য ধরতে পাড়লাম না। বললাম "ঐ মিয়া, ফাইজলামি কথা বলবেন না। ভাল মানুষ কি শুধু আপনার কাছে আসে?"
- স্যার, রাগ করছেন ক্যা। আমি অনেকবার আপনার বাসায় গিয়েছি একটু খোজ খবর নিতে। সব সময় দেখেছি রুগী আর রুগী, একজনও ভাল মানুষ না।
- ও তাই বলুন।

একদিন বিকেলে বাজারে এক ঔষধের দোকানে বসে গল্প করছিলাম। একজন যুবক দশ বার জন সাংগ নিয়ে আসল। দোকানদার তার পরিচয় ও পাওয়ার বর্ননা করে আমার পাশে বসাল। কথাবার্তায় বেশ ভদ্র। শিক্ষিত যুবক। বললেন
- কেমন চলছে আপনার হাসপাতাল?

আমি আমার হাসপাতালের ভালদিকগুলি তার কাছে তুলে ধরলাম।

- আপনার মেডিকেল এসিস্টেন্ট পাবলিকের হাতে মাইর খাবে।
- কেন? কি করেছে?
- খুব খারাপ? আপনি পুরুষ রুগী আর উনি মহিলা রুগী দেখছেন কেন?
- এমনি, ভাগ করে নিয়েছি, সুবিধার জন্য।
- মহিলা রুগী আপনার সেবা পাওয়ার অধিকার আছে না? বুদ্ধিটা তো আপনার মেডিকেল এসিস্টেন্টের। ও বেটা মহিলাদের থেকে টাকা পয়সা, ডিম শব্জি ইত্যাদি নিয়ে বেশী করে ঔষধ দেয়। সেদিন আমার ভাবীর কাছ থেকে ১২ টাকা নিয়েছে। নিজে যা বুঝবেন তাই করবেন। ও বেটার বুদ্ধিতে চলবেন না।
- আচ্ছা আমি দেখব। আপনারা কিছু কইরেন না।

পরদিন হাসপাতালে রুগী দেখছি। এগারটা বেজে গেল। মেডিকেল এসিস্টেন্ট আসল না। মহিলা রুগীগুলি গেঞ্জাম শুরু করে দিল। কেউ একজন এসে আমাকে বলল "বাসায় যান, সমস্যা আছে"।

আমি বাসায় দিয়ে দেখি উঠুনে মেডিকেল এসিস্টেন্ট খালি গায়ে শুয়ে গোংরাচ্ছে। সারা শরীরে ফাটা ফাটা মাইরের দাগ। আমি বললাম
- কে মেরেছে, কি দিয়ে মেরেছে?
- দুইটি স্কুল পড়ুয়া ছেলে রাস্তা দিয়ে আসার সময় আচমকা কাউন্ফা গাছের ডাল দিয়ে বেদম পিটিয়েছে। আমি ব্যাথা সহ্য করতে পারছি না।

আমি নিজেই তার সারা শরীরে ব্যাথানাশক মলম লাগিয়ে দিলাম। আমি আবারো কিং কর্তব্য বিমুড়। আমি জিগালাম
- উপরের লেভেলে কাউকে জানাব?
- না স্যার, এরা এলাকার ছেলে, আরো ঝামেলা বাড়তে পারে।

পিওনকে দিয়ে তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। সব রুগী বিদায় করে দিলাম।

দুপুরের খাবার খেয়ে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে সিলিং এর দিকে তাকিয়ে রইলাম। দুইটার সময় এক অপরিচিত লোক আসলেন। আমাকে বললেন "ইনি এলাকার লোক, এলাকার ছেলেরা মেরেছে, আমরাই এর মিমাংসা করে দিতে পারব। আপনি উপরে কাউকে জানাইয়েন না। " এক ঘন্টা পর আরেকজন এসে একই কথা বলে গেলেন। আমি অপরিচিত লোকদের সাথে কি কথা বলে কোন বিপদে পরি ভেবে লুকিয়ে থাকার পরিকল্পনা করলাম। থাকার ঘরে

দুইটি দরজা ছিল। এক দরজা দিয়ে বেড় হয়ে তালা লাগালাম। আরেক দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিলাম। বুঝালাম ডাক্তার তালা লাগিয়ে চলে গিয়েছে। চৌকিতে শুয়ে রইলাম। জুলাই মাস প্রচন্ড গরম পরেছে। বাইরে কয়েকজন লোকের আওয়াজ পেলাম। বলাবলি করছে:
ডাক্তার মনে হয় ভয়ে পালিয়েছে।
মনে হয় ভিতরেই আছে।
ডাক্তার সাব, আমি অমুক উপজেলার একাউন্ট অফিসার, এলাকায়ই বাড়ী। ভিতরে থাকলে দরজা খুলুন।
এই বাচ্চা বেড়ার নিচ দিয়ে দেখো তো ভিতরে কোন মানুষ দেখা যায় কিনা।

আমি কাথা দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে লম্বা হয়ে মরা লাশের মত নিথর পরে রইলাম।

মনে হয় একটা মানুষ কাথা মুরু দিয়ে ঘুমিয়ে আছে।
এই, এত ঘরমের মধ্যে কেউ কাথা গায় দেয়?

তারা বিফল হয়ে চলে গেলেন। সন্ধ্যা হল, রাত্রি হল, হারিকেন লাগালাম। ফার্মাসিস্টকে কোন দায়িত্ব না দেওয়াতে সে ফ্রি স্টাইলে ঘুরে বেড়ায়। আমার কাছ দিয়েও আসে না। আমি একদম একা। আমি হারিকেনের সামনে ঝিম মেরে বসে আমার পরিনতি কি হতে পারে তার বিভিন্ন রকম কল্পনা জল্পনা করছি।

রাত প্রায় ১২ টা। বাইরে ঘুট ঘুটে অন্ধকার। আশে পাশে কেউ নেই। আমি অসহায় একজন একাকি একটি ভুতুরে বাড়ীতে বসে আছি। হটাত উত্তর পাশের জানালা দিয়ে নিচু স্বরে একটি শব্দ আসল "ঘুম আসে না স্যার?" আমি চমকে গেলাম। তাকিয়ে দেখি জানালা খোলা।
- কেক কেক কে ওখানে?
লোকটি ফস করে মেচ দিয়ে কুপি বাতি ধরিয়ে মুখের পাশে ধরে এক ঝাকা দাত বেড় করে বলে
- আমি আপনার ফার্মাসিস্ট, স্যার।
- আপনি এখানে কি করছেন? জানালা দিয়ে উকি মারছেন কেন? চলে যান।
- আপনাকে একা রেখে কি চলে যাওয়া যায়?
-আপনি একটা আস্তা পাগল।
- পাগল আমি না স্যার, পাগল আপনার মেডিকেল এসিস্টেন্ট ও পিওন। সে তো মাইর খাইছে ওর পিওন বেটাও মাইর খাবে। আপনি দানবীরের মত এক মাসের ঔষধ দুই তিন দিনে বিতরন করে শেষ করে ফেলেছেন। আগামীকাল ঔষধ দিতে না পাড়লে পাবলিক আপনার উপরও চড়াও হবে। আপনার আগের অফিসার ঔষধের লিস্ট দিয়ে গিয়েছেন মেডিকেল এসিস্টেন্টের কাছে আর ঔষধের স্টোরের চাবি দিয়েছেন আমাকে। এখন বুঝুন কে পাগল। বাচতে চাইলে ঔষধের চাহিদা দিন। আমি আগামীকালই নিয়ে আসি।
- মেডিকেল এসিস্টেন্ট বলেছে ঔষধ আনতে ৪০০ টাকা ঘুষ দিতে হবে। এই টাকা নাকি আমার নিজের পকেট থেকেই দিতে হবে। আমি পারব না।
- নাউজুবিল্লাহ, ও বেটা একটা বেআক্কেল। কেউ কি অফিসার থেকে ঘুষ নেয় নাকি। অফিসারকেই ঘুষ দিয়ে চলতে হয়। ঘুষ দিতে হলে আমিই আমার পকেট থেকে দিব। আপনে জানবেন কেন?
- আপনি নাকি আগের স্টেশনে এলাকার লোকদেরকে পিটায়েছিলেন?
- ওখানে ওরা আমার অফিসারকে তাপ্পর মেরেছিল। স্যার আমার সামনে কাদতেছিলেন। আমার মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। আমি তাদেরকে আন্দাগুন্দা পিটিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। ওখান থেকে এখানে আমাকে বদলি করা হয়েছে। অফিসারের জন্য প্রয়োজনে জীবন দিব। স্যার, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?

আমি দরজা খুলে তাকে ভিতরে এনে বসালাম। তিনি তার জীবনের অনেক কাহিনী শুনালেন। তিনি আমাকে অনেক নিয়ম কানুন শিখালেন। আমি তার ভিতর মেধা খুজে পেলাম। তার উপর ভরসা আসল। তিনি ঔষধের চাহিদা প্রস্তুত করে আমার সই নিলেন। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন আমি যেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের নিয়ে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে পরের দিন একটি মতবিনিময় সভা করি। আমি ঘুমিয়ে পরলাম। ভোরে তিনি ঔষধের জন্য বরিশাল সিভিল সার্জন অফিস চলে গেলেন এবং সন্ধায় চাহিদার ঔষধ নিয়ে ফিরে এলেন। কোন রকম ঘুষ ছাড়াই। আমি একটা সাদা কাগজে নোটিশ লিখে পিওন দিয়ে হেড, মাস্টার, ব্যাংক ম্যানেজার, দফাদার এবং আরো কয়েকজন লোক নিয়ে হাসপাতালে মিটিং করলাম। মিটিং এ এক যুবক হটাত হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে "ডাক্তার সাব, আমার ব্লাড প্রেসারটা একটু মেপে দেন না। " আমার ভিতরে রাগ উঠে গেল। কিন্তু তা প্রকাশ হতে দিলাম না। সামনের দাতের

অর্ধেক বের করে হাসির ভান করে বললাম "এখন তো মিটিং চলছে, মিটিং শেসে মেপে দিব"। মিটং এ মেডিকেল এসিস্টেন্টের বড়ভাই উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্ত হল এক দিন পর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্ম কর্তার উপস্থিতিতে স্কুল ভবনে এর বিচার হবে।

বিচার বসল। হেডমাস্টার ভুমিকা ভাষণ দেয়ার সাথে সাথে যেই যুবকের ইংগিতে মাইর দেয়া হয়েছে সেই যুবক বলে উঠলেন "আমার ভাগ্না অন্যায় করেছে তার বিচার আমিই করছি "। বলেই একটা পাতলা বেত দিয়ে হাল্কা করে একটা বারি মারলেন তার দশম শ্রেণীতে পড়ু য়াভাগ্নাটাকে। সাথে সাথে হেডমাস্টার তাকে উদ্ধার করে সরিয়ে ফেললেন। বুললেন "বাচ্চা, মানুষ অন্যায় করে ফেলেছে, তাকে তো মেরে ফেলা যায় না "। সবাই তাতে রায় দিলেন। বিচার শেষ হল।

এক দিন পর মেডিকেল এসিস্টেন্ট আমাকে নিয়ে উপজেলায় গেলেন। উপজেলা কর্মকর্তা সহ আমরা জেলা সিভিল সার্জন অফিসে গিয়ে সিভিল সার্জন ও ডেপুটি সিভিল সার্জনের সামনে ঘটনা তুলে ধরলাম।

এক সময় অফিস কক্ষে একা ডাকলেন। বসা ছিলেন সিভিল সার্জন (সি এস) ও ডেপুটি সিভিল সার্জন(ডিসিএস)। সিএস আমার সং ক্ষিপ্ত বায়োডাটা জেনে নিলেন। বললেন
- তুমি যেখানে আছো, তার ছয় কিলো মিটার চতুরদিকে কোন এম বি বি এস ডাক্তার নেই। ওখানে তুমি থেকে প্রাইভেট প্রাক্টিস করবে। অনেক রুগী পাবে। এলাকার লোকজন ভাল। ভাল ডাক্তারের সাথে তারা ভাল আচরণ করবে। তোমার চিন্তা নাই। তোমার মেডিকেল এসিস্টেন্টকে বদলি করে ওএসডি করে রাখব। তোমার সাথে অন্য কোন মেডিকেল এসিস্টেন্ট দিব না। তোমার বর্তমান পিওন বদলি করে ভাল একজন দিব।
- স্যার, আমি অফিস টাইমের বাইরে প্রাইভেট রুগী দেখি।
- অফিস টাইমেও সরকারি ফ্রি রুগী দেখার ফাকে ফাকে প্রাইভেট রুগী দেখবে। তারা অনেক দূর থেকে নৌকা নিয়ে তোমার কাছে আসবে, বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করালে বিরক্ত হবে। ওরা ধনি মানুষ। ওদের প্রতি গরীবা রাগ করবে না। তোমার প্রতি গরীবরা রাগ করবে না। ঝামেলায় ফেললে ধনিরাই ফেলবে। হাসপাতালের ঔষধ গরীব-ধনি সবার জন্য। কাজেই, প্রাইভেট রুগীর প্রেস্ক্রিপ্সনের ঔষধ যদি হাসপাতালে থাকে তবে তাদের দিবে। হিসাবের খাতায় ঔষধের খরচ লিখে রাখবে। ঐ খাতা বাসায় নিয়ে যাবে। বাসায় ঔষধ রাখবে। ওখান থেকেও ঔষধি দিয়ে খাতায় লিখে রাখবে। তুমি তো এটা বেচে দিচ্ছ না। ফার্মাসিস্ট পাগল হলেও ভাল মানুষ। তার কাছেও কম দামের কিছু ঔষধ রাখবে। সেও অল্প স্বল্প প্রাক্টিস করে।

ডিসিএস বলনেন
- আমার বাড়ীও ওখানে। সিএস স্যার যা বলেছেন, ঠিক বলেছেন। আপনি যখনি চাহিদা পাঠাবেন আমি এক কার্টুন ঔষধ বেশী দিব।

আমি নির্বাক হয়ে শুনতেছিলাম। ভাবলাম আবার যে কোন বিপদ আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

দুই একদিন পর নতুন এক অত্যন্ত ভাল পিওন এসে গেল। পাড়ার একজন প্রাক্তন পিওন এসে তার ছেলেকে আমার খেদমতে দিয়ে গেলেন। দফাদার আমার সিকিউরিটি বন্ধু। সিএস ও ডিসিএস স্যারগনের পরামর্শ মত সব ঠিক ঠাক মত চলল। পাগলা ফার্মাসিস্ট এর সাথে কত যে মজার মজার আলাপ হয়েছে! তার কাছ থেকেই বেশির ভাগ অফিসিয়াল নিয়মকানুন আমার শেখা। জানি না সে এখন বেচে আছে কিনা।
=====
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
স্মৃতির পাতা থেকে
১৬/৬/২০১৭